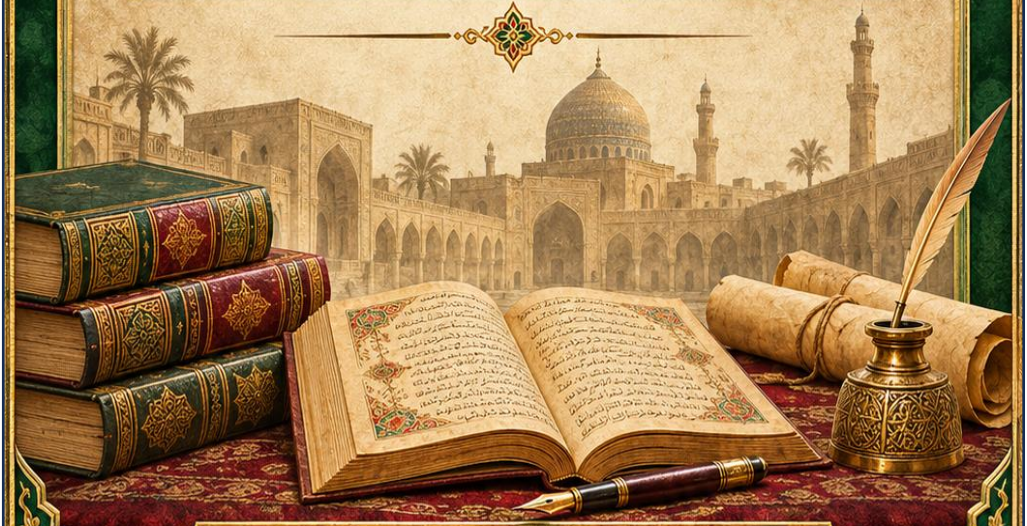
مِحْنَةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَفَتْوَى تَكْفِيرٍ

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

কেন ও কার ফতোয়ায় কাফির?



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচীপত্র

- ভুমিকা /৫
- ইমাম বুখারী কে ছিলেন? /৭
- তাসাউফ ও সুফী মুহাদ্দিসীন কিতাব থেকে / ৭
- ‘‘ইমাম বুখারীর তাঁর সহীহ গ্রন্থ সংকলনের ঘটনা’’ /১০
- বুখারী সূফী ছিলেন /১৩
- সংক্ষেপে ইমাম বুখারী /১৪
- কে ইমাম বুখারীকে কাফির ফতোয়া দিয়েছিলেন? /১৮
- কে ছিলেন ইমাম যুহলী? /১৮
- ইমাম যুহলী থেকে ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে হাদিস বর্ণনা করেছেন /১৯
- ইমাম বুখারী কেন কাফির? /২০
- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা /২০
- নিশাপুরে ইমাম বুখারীর অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা /২০
- কুরআনের উচ্চারণসংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বিতর্কের সূচনা /২১
- ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদীর বর্ণনা /২২
- বান্দার কর্ম সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে ইমাম বুখারীর বক্তব্য /২২
- ইমাম যুহলীর কঠোর ঘোষণা /২৩
- ইমাম মুসলিমের প্রতিবাদ ও ইমাম বুখারীর প্রতি সমর্থন /২৪
- ইমাম বুখারীর আত্মপক্ষ সমর্থন ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ /২৪
- ইমাম বুখারীর নিশাপুর ত্যাগ /২৫
- ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদ /২৫
- আকীদা সম্পর্কে ইমাম বুখারীর সুস্পষ্ট ঘোষণা /২৭
- ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে তাকফীরের ফতোয়া /২৭
- ফতোয়ার মূল পাঠ /২৭
- প্রকৃত ঘটনা ও লেখকের মন্তব্য /২৮
- ইমাম বুখারীর নিজের বক্তব্য /২৮

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ.

ইতিহাসের কিছু পৃষ্ঠা পড়তে গেলে চোখের সামনে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসে। যে মানুষটির জীবন কেটেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের সেবায়, বর্ণনার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে যিনি নিজের মেধা, শ্রম ও জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই মানুষটিকেই একদিন নিজের নামে প্রচারিত কথার বিরুদ্ধে বলতে হয়েছে—আমি এ কথা বলিনি! যাঁর সংকলিত সহীহ বুখারী আজ মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে পঠিত হয়, তাঁর কাছেই একদিন সংবাদ পৌঁছেছিল—অমুক ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলছে!

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনের এই অধ্যায় আমাদের বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ইলমের মজলিসেও হিংসা প্রবেশ করতে পারে; দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত মানুষের মধ্যেও মর্যাদা হারানোর ভয় জন্ম নিতে পারে। নিজের চেয়ে অন্যের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেলে অন্তরের অশুদ্ধি কখনো ধর্মীয় আপত্তির ভাষা ধারণ করে। তখন গীবত হয়ে ওঠে সতর্কবাণী, অপবাদ প্রচারিত হয় দ্বীন রক্ষার দায়িত্ব হিসেবে, আর একজন মানুষের বক্তব্য না শুনেই তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়।

নিশাপুরের ঘটনায় সংরক্ষিত বর্ণনাগুলোতে এমনই এক বেদনাদায়ক চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের বিপুল সমাগম, কতিপয় শায়খের ঈর্ষা, হাদীসের ছাত্রদের দিয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন তোলানো এবং উত্তরের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচার—এসবের মধ্যে ইমাম বুখারীর নিজের বক্তব্য আড়ালে পড়ে যায়। তিনি কুরআনকে আল্লাহর অসৃষ্ট কালাম বলেছেন; বান্দার কর্মকে সৃষ্ট বলেছেন। অথচ তাঁর নামে এমন একটি বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে, যা তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর উস্তাজ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলীর পক্ষ থেকে আসে কঠোর বিরোধিতা ও তাঁর মজলিস বর্জনের নির্দেশ।

এখানেই আমাদের থেমে ভাবতে হয়। একজন ছাত্র উস্তাজের কাছে কোনো অভিযোগ নিয়ে এলেই কি তা প্রমাণিত সত্য হয়ে যায়? অভিযোগকারীর ইলম, পরিচিতি কিংবা বাহ্যিক দ্বীনদারি কি অভিযুক্তের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন শেষ করে দেয়? যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর নিজের ব্যাখ্যারও তো অধিকার আছে। বিশেষত অভিযোগটি যখন ঈমান ও আকীদার সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যাও একজন মানুষের সম্মান, শিক্ষা ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

গীবত, অপবাদ ও চোগলখুরি পৃথক অপরাধ; কিন্তু মানুষের জীবন ধ্বংসের পথে এগুলো প্রায়ই একে অন্যের সহযোগী হয়ে ওঠে। হিংসা অভিযোগের জন্ম দেয়, হীনমন্যতা অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে নিজের অবস্থান রক্ষা করতে চায়, আর যাচাইহীন প্রচার সেই অভিযোগকে

মানুষের কাছে সত্যের চেহারা দেয়। একসময় অভিযুক্তের প্রতিবাদও আর শোনা হয় না। তাঁর নীরবতাকে স্বীকারোক্তি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকে অজুহাত মনে করা হয়।

এমনিভাবে কত ফুল ঝরে গেছে, পুড়ে গেছে কত বাগান! কত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার আগেই অপবাদের ভারে নুয়ে পড়েছে; কত শিক্ষার মজলিস ভেঙেছে; কত উস্তাজ ও ছাত্রের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে! একটি জিহ্বার অসংযম, একটি অভিযোগের অযাচিত প্রচার কিংবা একজন প্রভাবশালী মানুষের ভুল সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হয়েছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। যে আগুন প্রথমে একজনের সম্মানে লাগে, তার উত্তাপ থেকে সমাজও রক্ষা পায় না।

এই বেদনাময় ইতিহাসে ইমাম মুসলিমের অবস্থানও আমাদের শিক্ষা দেয়। উস্তাজের মর্যাদা রক্ষা এবং অন্যায়ের মুখে ন্যায়সংগত অবস্থান গ্রহণ—উভয়ের দায়িত্বই একজন ইলমসন্ধানীর রয়েছে। ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা কিংবা আনুগত্য যেন সত্য যাচাইয়ের ক্ষমতা কেড়ে না নেয়।

ইমাম বুখারীর মিহনা পাঠের সময় আমাদের নিজেদের জিহ্বা ও অন্তর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা কি কারও বক্তব্য পুরোপুরি না শুনেই তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিই? অন্যের উন্নতি দেখে আমাদের মনে কি আনন্দ জন্মায়, নাকি অস্বস্তি? দ্বীনের নামে কথা বলতে গিয়ে আমরা কি কখনো নিজের ক্ষোভ, প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত বিরোধকে প্রশ্রয় দিই?

এই আলোচনার উদ্দেশ্য সেই আত্মজিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে হিংসা থেকে, জিহ্বাকে গীবত ও অপবাদ থেকে এবং বিচারবোধকে পক্ষপাত থেকে রক্ষা করুন। কারও ঈমান ও সম্মান সম্পর্কে কথা বলার আগে সত্য অনুসন্ধানের ধৈর্য দিন। আমাদের হাত ও জিহ্বার আঘাতে যেন আর কোনো ফুল অকালে ঝরে না যায়, আর কোনো ইলমের বাগান পুড়ে ছাই না হয়। আমীন।

খাদিমুল ইল্মিশ শারীফ
আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নভেম্বর ৫, ২০২৬।

ইমাম বুখারী কে ছিলেন?

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ ও প্রসিদ্ধ সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থের সংকলক। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আল-জু'ফী আল-বুখারী।

তিনি ১৯৪ হিজরির ১৩ শাওয়াল (৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। শহরটি বর্তমানে উজবেকিস্তানে অবস্থিত। শৈশবেই পিতাকে হারিয়ে মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। অল্প বয়স থেকে হাদীস অধ্যয়ন ও মুখস্থ করা শুরু করেন। পরে হাদীস সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য মক্কা, মদিনা, বসরা, কুফা, বাগদাদ, শাম ও মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন।
হাদীসের বর্ণনাকারীদের পরিচয়, নির্ভরযোগ্যতা এবং বর্ণনার সূক্ষ্ম ত্রুটি নির্ণয়ে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। এই অবদানের জন্য তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস—অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রের অগ্রগণ্য ইমাম—বলা হয়।
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

- সহীহ আল-বুখারী: সুন্নি মুসলিমদের কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হাদীসগ্রন্থ।
- আল-আদাবুল মুফরাদ: আদব, চরিত্র ও সামাজিক আচরণবিষয়ক হাদীসের সংকলন।
- আত-তারীখুল কাবীর: হাদীসের বর্ণনাকারীদের পরিচয়বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
- খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ: বান্দার কর্ম এবং সংশ্লিষ্ট আকীদাগত বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থ।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযীসহ বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিস তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি ২৫৬ হিজরির ঈদুল ফিতরের রাতে (৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ) সমরকন্দের নিকটবর্তী খারতাং গ্রামে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬২ চান্দ্র বছর।

তাসাউফ ও সুফী মুহাদ্দিসীন কিতাব থেকেঃ

আমার তাসাউফ ও সুফী মুহাদ্দিসীন কিতাবে ইমাম বুখারী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরছি।

الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ت ٢٥٦ هـ، أَمِيرُ الْمُحَدِّثِينَ فِي التَّصَوُّفِ.

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু: ২৫৬ হিজরি)
আমীরুল মুহাদ্দিসীন ফিত তাসাউফ

চার ইমামের পর সংগত কারণেই আমিরুল মুহাদ্দিসীন ফিত তাসাউফ হিসাবে আমরা ইমাম বুখারীকে উল্লেখ করছি। আমরা প্রথম দুই খন্ডে সিহাহ সিত্তায় সুফী মুহাদ্দিস রাবীদের আলোচনা করবো। ইমাম বুখারীর বিশ্ববিখ্যাত লকব হচ্ছে আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস।

হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারীর সুউচ্চ মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদিস। কিন্তু তাঁর এই পরিচিতিই তাঁর অন্যান্য গুণাবলি এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর অগাধ বিচরণ নিয়ে আমাদের অন্ধকারে রেখেছে। তিনি শ্রেষ্ঠতম একজন মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠতম একজন সুফিও ছিলেন। এই গ্রন্থে আমরা সিহাহ সিত্তাহর সুফি রাবিগণের জীবনী উল্লেখ করেছি। সহিহুল বুখারি সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে অগ্রগণ্য। এছাড়া ইমাম বুখারির আধ্যাত্মিক অবস্থান ও ইবাদত-বন্দেগী তাঁদের কারও চেয়ে কম নয়। ইমাম বুখারি নিজেও এই সুফি রাবীগণের অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই আমরা তাঁর জীবনীও এখানে উল্লেখ করছি।

ইমাম মিযযী *তাহযীবুল কামাল* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

এই সনদেই তিনি বলেন: আবুল হুসাইন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আল-আত্তার আল-আসবাহানী আর-রায়ে আমাকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আবুল হাইছাম আল-কুশমীহানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরাবরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী আমাকে বলেছেন:

مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ "الصَّحِيحِ" حَدِيثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.

"আমি 'সহীহ' গ্রন্থে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে তার আগে গোসল করেছি এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছি।"

এবং একই সনদে তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আবিল হাসান আস-সাহিলী আমাকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আহমাদ ইবনুল হাসান আর-রাযী আমাদেরকে সংবাদ দেন, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু আদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আবদুল কুদ্দুস ইবনু হাম্মামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ عِدَّةً مِنَ الْمَشَايِخِ يَقُولُونَ: حَوَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ تَرَاجِمَ جَامِعِهِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْبَرِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

"আমি বহু শায়খকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী তাঁর *আল-জামি'* (সহীহ বুখারী)-এর অধ্যায়সমূহ নবী ﷺ-এর কবর ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানে বসে বিন্যস্ত করতেন। আর প্রতিটি অধ্যায় লিখার জন্য তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।"[1]

আমরা আমাদের *"আল-ইহতিফাল বিল-মাওলিদ বাইনাল ইফরাত ওয়াত-তাফরীত"* গ্রন্থে বলেছি:

ইমামুল আইম্মাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু: ২৫৬ হিজরি) তাঁর *"আল-জামি' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ ﷺ ওয়া সুনানিহি*

[1] জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (৬৫৪–৭৪২ হিজরি), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাই'র রিজাল*, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৪৪৩, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ – বৈরুত, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

ওয়া আয়্যামিহি'' গ্রন্থে — যাতে পুনরাবৃত্তিসহ ৭৫৬৩টি হাদিস রয়েছে, যা তিনি ছয় লক্ষ হাদিস থেকে নির্বাচন করেছিলেন — মু'আল্লাকভাবে বর্ণনা করেন:

قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَه" بَعْضُ أَهْلِه بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَه مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هٰذِه„ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ

উরওয়া বলেন:

''সুওয়াইবাহ ছিল আবু লাহাবের দাসী। আবু লাহাব তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। এরপর সে নবী ﷺ-কে দুধ পান করায়। যখন আবু লাহাব মারা গেল, তখন তার পরিবারের কেউ তাকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় স্বপ্নে দেখল এবং জিজ্ঞেস করল: 'তুমি কী পেয়েছ?'

আবু লাহাব বলল: 'তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি কোনো কল্যাণ পাইনি। তবে সুওয়াইবাহকে মুক্ত করার কারণে আমাকে এ আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি পান করানো হয়।''[2]

رِوَايَةُ البُخَارِيِّ القِصَّةَ دَلِيْلٌ عَلى أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَرَاهَا دَلِيْلًا عَلى الاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِه ﷺ، **وَقِصَّةُ تَصْنِيْفِ البُخَارِيِّ صَحِيْحَه تُوَضِّحُ تَوَجُّهَه أَكْثَرَ.**

ইমাম বুখারীর এ ঘটনাটি বর্ণনা করা এ বিষয়ে প্রমাণ করে যে, তিনি এটিকে নবী ﷺ-এর মাওলিদ উদযাপনের পক্ষে একটি দলিল হিসেবে দেখতেন। আর ইমাম বুখারী কীভাবে তাঁর *সহীহ* গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন, সেই ঘটনাও তাঁর এ প্রবণতাকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

قُلْتُ: إِنَّهُ تَوَجُّهٌ صُوفِيٌّ سُنِّيٌّ خَالِصٌ، وَإِلَّا لَمَا وَضَعَ تَرَاجِمَ صَحِيحِهِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْبَرِه، إِضَافَةً إِلَى الِاغْتِسَالِ وَالِاسْتِخَارَةِ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ وَالتَّيَقُّنِ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ إِلَى تَوَجُّهِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ جَلِيٌّ وَاضِحٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

আমি বলি: এটি হচ্ছে খাঁটি সুন্নী সূফী ধারা। অন্যথায় তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ নবী ﷺ-এর কবর ও মিম্বরের মাঝখানে বিন্যস্ত করতেন না। এর সাথে এ কাজের জন্য গোসল করা, ইস্তিখারা করা, দুই রাকাত নামাজ আদায় করা এবং পূর্ণ নিশ্চিত হওয়াও যুক্ত ছিল। এসবই তাঁর ধারা ও প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এটি এমন এক বিষয়, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট; এতে কোনো গোপনীয়তা নেই।

[2] সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অধ্যায়: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾''আর তোমাদের সেই মায়েরা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে'', হাদিস নং ৫১০১-এর শেষে মু'আল্লাক বর্ণনা।

قِصَّةُ تَصْنِيْفِ البُخَارِيِّ صَحِيْحَه

“ইমাম বুখারীর তাঁর *সহীহ* গ্রন্থ সংকলনের ঘটনা”

ইবরাহীম ইবনু মা‘কিল আন-নাসাফী বর্ণনা করেন: ইমাম বুখারী বলেন:

قَالَ البُخَارِيُّ :كُنَّا عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ فَقَالَ: لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِصَحِيحِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، فَأَخَذْتُ فِي جَمْعِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.

“আমরা ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহের কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: ‘তোমরা যদি নবী ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহসমূহ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করতে!’

ইমাম বুখারী বলেন: ‘এ কথা আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব ফেলল। এরপর আমি *আল-জামি‘ আস-সহীহ* সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।’”

আর তাঁর থেকেই আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِي مَرْوَحَةٌ أَذُبُّ عَنْهُ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ فَقَالَ لِي :أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। যেন আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার হাতে একটি পাখা রয়েছে, যার দ্বারা আমি তাঁর থেকে কিছু দূর করছি।

তখন আমি কয়েকজন স্বপ্নব্যাখ্যাকারীর কাছে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বললেন:

‘তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মিথ্যাকে দূর করবে। এটাই আমাকে *আল-জামি‘ আস-সহীহ* সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।” [3]

وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هذَا الْخَبَرِ وَسَابِقِه، بَلْ هُمَا مُتَكَامِلَانِ، فَيَكُوْنُ طَلَبَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ قَدْ أَحْدَثَ فِيْ قَلْبِ الْبُخَارِيِّ رَغْبَةً قَوِيَّةً، وَجَاءَ الْمَنَامُ يُبَارِكُ تِلْكَ الرَّغْبَةَ وَيُؤَجِّجُهَا، وَيُوْحِيْ بِأَنَّ ذلِكَ عَمَلٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ

এ সংবাদ এবং পূর্বের সংবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; বরং উভয়টিই পরস্পর পরিপূরক। অতএব, ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহের অনুরোধ ইমাম বুখারীর অন্তরে এক শক্তিশালী আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আর পরবর্তীতে স্বপ্ন এসে সেই আগ্রহকে বরকতময় করেছে, আরও জোরদার করেছে এবং এ মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এটি এক মহান ও বরকতময় কাজ। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।” [4]

বুখারী বলেন,

---

[3] ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২–৯৩; তাহকীক: আবু কুতাইবাহ নযর মুহাম্মাদ আল-ফারইয়াবী; প্রকাশক: দারু তাইবাহ; মোট খণ্ড: ২।

[4] আবদুস সাত্তার আশ-শাইখ, *ইমাম বুখারী — উস্তাদদের উস্তাদ, মুহাদ্দিসদের ইমাম, মুজতাহিদদের প্রমাণ এবং আল-জামি‘ আল-মুসনাদ আস-সহীহ গ্রন্থের রচয়িতা*, পৃষ্ঠা ৩৩৪, দারুল কলম, দামেস্ক, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

مَا أَدْخَلْتُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِلاَّ مَا صَحَّ، وَتركتُ مِنَ الصِّحَاحِ كَيْ لاَ يَطُوْلَ الكِتَابُ، ..... مَا وضَعْتُ فِي كِتَابِي الصَّحِيْحِ حَدِيْثاً إِلاَّ اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ

"আমি এ গ্রন্থে কেবল সহীহ হাদিসই অন্তর্ভুক্ত করেছি। আর বহু সহীহ হাদিস বাদ দিয়েছি, যেন গ্রন্থটি অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়ে যায়। .....
আমি আমার *সহীহ* গ্রন্থে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে তার আগে গোসল করেছি এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছি।" [5]

তিনি আরো বলেন, أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيْحٍ

"আমি এক লক্ষ সহীহ হাদিস মুখস্থ জানি।" [6]

ফাত্তহুল বারীর ভূমিকায় রয়েছে:

আবুল হাইছাম আল-কুশমীহানী বলেন: আমি আল-ফিরাবরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি:

مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَدِيْثًا إِلَّا اغْتَسَلتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.

'আমি *সহীহ* গ্রন্থে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে তার আগে গোসল করেছি এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছি।'

ইমাম বুখারী আরো বলেন:

صَنَّفْتُ الْجَامِعَ مِنْ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ فِي سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَعَلْتُه حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ.

'আমি ছয় লক্ষ হাদিস থেকে ষোল বছরে *আল-জামি'* সংকলন করেছি এবং এটিকে আমার ও আল্লাহর মধ্যকার দলিলরূপে স্থির করেছি।'

আর আবু সাঈদ আল-ইদরীসী বলেন: সুলাইমান ইবনু দাউদ আল-হারাওয়ী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাশিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: উমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বুজাইর আল-বুজাইরীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি:

"صَنَّفْتُ كِتَابِيْ الْجَامِعَ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا أَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثًا حَتَّى اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَه."

'আমি আমার *আল-জামি'* গ্রন্থ মসজিদুল হারামে সংকলন করেছি। আর এতে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিখারা করেছি, দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছি এবং তার সহীহ হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি।'

---

[5] ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ার আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪০২ — "আবু আবদিল্লাহ আল-বুখারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম ইবনুল মুগীরাহ ইবনু বারদিযবাহ আল-জু'ফী"; প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ; তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি / ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ; মোট খণ্ড: ২৫

[6] ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, ভূমিকা অংশ — "তাঁর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, প্রবহমান মেধা এবং ইলালশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্যবাহী কিছু বর্ণনার উল্লেখ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮৭; প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ – বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি।

قُلْتُ: الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّه كَانَ يُصَنِّفُه فِيْ الْبِلَادِ أَنَّه ابْتَدَأَ تَصْنِيْفَه وَتَرْتِيْبَه وَأَبْوَابَه فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ كَانَ يُخْرِجُ الْأَحَادِيْثَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَلَدِه وَغَيْرِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه إِنَّه أَقَامَ فِيْهِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنَّهُ لَمْ يُجَاوِرْ بِمَكَّةَ هَذِه الْمُدَّةَ كُلَّهَا، وَقَدْ رَوَى بْنُ عَدِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَوَّلَ تَرَاجِمَ جَامِعِه بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْبَرِه وَكَانَ يُصَلِّيْ لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكْعَتَيْنِ.انتهى

"আমি বলি:

এ বক্তব্য এবং পূর্বে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যায় যে, তিনি বিভিন্ন দেশে বসে *সহীহ* সংকলন করতেন; তবে এর সূচনা, বিন্যাস ও অধ্যায়সমূহের রচনাকাজ মসজিদুল হারামে করেছিলেন। এরপর তিনি নিজ শহর ও অন্যান্য স্থানে হাদিসসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতেন।

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর এ উক্তি থেকে যে, তিনি এটি সংকলনে ষোল বছর অতিবাহিত করেছেন। কারণ, তিনি পুরো সময় মক্কায় অবস্থান করেননি।

আর ইবনু আদী একদল শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী তাঁর *আল-জামি'* গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ নবী ﷺ-এর কবর ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানে বিন্যস্ত করতেন। আর প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। সমাপ্ত।" [7]

ইমাম আয-যামাখশারী (মৃত্যু: ৫৮৩ হিজরি) বলেন:

ইমাম বুখারী বলেছেন:

أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ، وَقَالَ: **مَا وَضَعْتُ فِيْ كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَدِيْثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَوَضَعَ تَرَاجُمَه بَيْنَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمِنْبَرِه، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكْعَتَيْنِ**، وَقَالَ :أَخْرَجْتُه مِنْ سِتِّمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ، وَصَنَّفْتُه فِيْ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَعَلْتُه حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ

"আমি এক লক্ষ সহীহ হাদিস এবং দুই লক্ষ অসহীহ হাদিস মুখস্থ জানি।"

তিনি আরো বলেন:

"আমি *সহীহ* গ্রন্থে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে তার আগে গোসল করেছি এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছি।

আর আমি এর অধ্যায়সমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানে বিন্যস্ত করেছি। আর প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আমি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতাম।

আর আমি এ গ্রন্থ ছয় লক্ষ হাদিস থেকে সংকলন করেছি এবং এটি সংকলনে ষোল বছর অতিবাহিত করেছি। আর আমি এটিকে আমার ও আল্লাহর মধ্যকার দলিলরূপে স্থির করেছি।" .[8]

---

[7] ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, ভূমিকা অংশ — "তাঁর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং ইলালশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্যবাহী কিছু বর্ণনার উল্লেখ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮৯।

[8] জারুল্লাহ আয-যামাখশারী (মৃত্যু: ৫৮৩ হিজরি), *রবীউল আবরার ওয়া নুসূসুল আখইয়ার*, অনুচ্ছেদ নং ৪০৬, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৯; চতুর্থ খণ্ড — ষাটতম অধ্যায়: "ইলম, হিকমাহ, আদব, কিতাব, কলম এবং এ-

বুখারী সূফী ছিলেন

আল-আযহার শরীফের হাইআতু কিবারিল উলামা'র সদস্য ড. আহমদ উমর হাশিম বলেন:

الْمُرَادُ بِالتَّصَوُّفِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ أَتْرُكَ الصِّلَةَ بِاللهِ أَوِ التَّقَرُّبَ لِلَّهِ أَوِ الدُّعَاءَ لِلَّهِ، وَلَكِنِ الْمَعْنَى أَنْ أَسْلُكَ الطَّرِيقَ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي يُوصِلُنِي إِلَى اللهِ.. وَإِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُسْتَقِيمًا وَكَانَ الشَّيْخُ وَلِيًّا وَصَالِحًا مُسْتَقِيمًا فَهَذَا مِمَّا يُفِيدُ، وَهَذَا الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ وَلِلْوُصُولِ إِلَى حَيَاةٍ دِينِيَّةٍ آمِنَةٍ كَرِيمَةٍ.

وَأَكْمَلَ هِشَامٌ حَدِيثَهُ، قَائِلًا: لَيْسَ لَازِمًا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى طَرِيقَةٍ صُوفِيَّةٍ، وَلَكِنْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالنَّوَافِلِ وَالتَّقَرُّبِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَزْدَادْ قُرْبًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

أَحْمَدُ عُمَرُ هَاشِم: الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَتْ لَهُ صُوفِيَّتُهُ.

وَأَضَافَ هِشَامٌ: الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ لَهُ صُوفِيَّتُهُ وَحَيَاتُهُ حَافِلَةٌ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَالإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَيْسَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ فَقَطْ، بَلْ شَوَامِخُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَعْلَامِهِ الَّذِينَ نَعِيشُ عَلَى كُتُبِهِمُ الْآنَ كَانُوا كُلُّهُمْ صُوفِيَّةً.

مُتَابِعًا: الإِمَامُ حَافِظُ ابْنِ حَجَرٍ كَانَ صُوفِيًّا، وَالإِمَامُ الْبُخَارِيُّ نَفْسُهُ كَانَ صُوفِيًّا، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ كَانَ صُوفِيًّا، وَالإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَالإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَانَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

السَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ كَانُوا يَسْلُكُونَ طَرِيقَ التَّصَوُّفِ الْحَقِيقِيِّ. انْتَهَى.

"তাসাউফ বলতে উদ্দেশ্য এই নয় যে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বা তাঁকে দোআ করা ছেড়ে দেব। বরং এর অর্থ হলো— আমি সেই প্রকৃত পথ অবলম্বন করব, যা আমাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

আর যদি সে পথ সঠিক হয় এবং শায়খ আল্লাহওয়ালা, নেককার ও সৎপথে অবিচল হন, তাহলে তা অবশ্যই উপকারী হয়। এটাই হলো সোজা পথ, যা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনি জীবনের দিকে পৌঁছে দেয়।"

তিনি আরও বলেন:

"মানুষের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূফী তরিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়। তবে মানুষের উচিত বেশি বেশি ইবাদত, নফল আমল ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হবে।"

আহমদ উমর হাশিম বলেন:

"ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলেরও একটি সূফী জীবনধারা ছিল।"

তিনি আরও বলেন:

সম্পর্কিত বিষয়াবলি"; প্রকাশক: মুআসসাসাতুল আ'লামি, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি; মোট খণ্ড: ৫।

"ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের জীবন ছিল তাসাউফময় ও পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমও ছিলেন। শুধু চার ইমামই নন, বরং ইসলামের সেইসব মহান ইমাম ও শ্রেষ্ঠ আলেম, যাঁদের কিতাবের ওপর আমরা আজ জীবনযাপন করছি— তাঁরা সবাই সূফী ছিলেন।

ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার ছিলেন সূফী। এমনকি ইমাম বুখারী নিজেও সূফী ছিলেন। ইমাম মুসলিমও সূফী ছিলেন। ইমাম সুবকী ও ইমাম নববী ছিলেন আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"

"সালাফে সালিহীন, ইসলামের ইমামগণ, চার মাযহাবের ইমাম এবং তাঁদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীগণ— সকলে প্রকৃত তাসাউফের পথ অনুসরণ করতেন।" সমাপ্ত। [9]

সংক্ষেপে ইমাম বুখারী

ইমামুল আইম্মাহ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, আমীরুল মুহাদ্দিসীন ফিত তাসাউফ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরি – ১ শাওয়াল ২৫৬ হিজরি) / (২০ জুলাই ৮১০ খ্রিস্টাব্দ – ১ সেপ্টেম্বর ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফিজ, নির্ভুল সংরক্ষণকারী, বিশিষ্ট ফকীহ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট হাদীস, রিজালশাস্ত্র, জারহ-তা'দীল ও ইলালশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ইমাম।

তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো *আল-জামি' আস-সহীহ*, যা "সহীহ বুখারী" নামে সুপরিচিত। এটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমগণ একমত যে, আল-কুরআনের পরে এটি সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ।

তিনি এতিম অবস্থায় বেড়ে ওঠেন এবং ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান অন্বেষণ শুরু করেন। তিনি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ সফর করেন সম্মানিত আলেমদের সাক্ষাৎ ও হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি প্রায় এক হাজার শায়খের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জন করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন, ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং ধীরে ধীরে হাদীস ও তার শাস্ত্রসমূহে ইমামতের উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হন। ফলে তিনি "আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস" উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর নিকট বহু মহান মুহাদ্দিস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, যেমন: ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ইবনু খুযাইমাহ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ। তিনিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেন। আর তিনিই প্রথম দিককার ব্যক্তিদের অন্যতম, যিনি রিজালশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করেন।

জীবনের শেষভাগে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়, এমনকি তাঁকে নিশাপুর ও বুখারা থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরে তিনি সমরকন্দের একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন।

---

[9] মাজাল্লাতুল উস্‌বূ', ১ এপ্রিল, ২০২৪।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী ১৯৪ হিজরিতে এশিয়া মহাদেশের বুখারা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক নেককার ব্যক্তি, নাম ইসমাঈল। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে হজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ইমাম আনাস ইবনু মালিকের সাথে এবং তাঁর থেকে কিছু হাদিসও বর্ণনা করেছিলেন।

হাজী ইসমাঈল তাঁর পুত্রের জন্মে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বরকতের আশায় মহানবী ﷺ-এর নামানুসারে তাঁর নাম রাখেন "মুহাম্মাদ"।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাজী ইসমাঈল তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে যান। তখনও মুহাম্মাদ শৈশবে উপনীত হননি। মৃত্যুর আগে তিনি শুধু এ কথাই বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে এমন একটি দিরহামও নেই যার উৎস তিনি জানেন না। তিনি এ প্রশান্তি নিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যান যে, তিনি তাঁর দুই ছেলে আহমাদ ও মুহাম্মাদকে হারাম সম্পদে লালন করেননি। আর তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন যে, এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাঁদের নষ্ট করবেন না।

দুই শিশুর আর কেউ ছিল না তাদের মায়ের ছাড়া। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই তাঁদের বুকে আগলে রাখেন। হাজী ইসমাঈল তাঁদের হালাল উপার্জনে লালন করেছিলেন, আর মা সেই পথকে সুন্দরভাবে অব্যাহত রাখেন এবং সন্তানদ্বয়ের পরিচর্যা করতে থাকেন।

একদিন মুহাম্মাদ ঘুম থেকে জেগে দেখলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কোনো মায়ের জন্য এর চেয়ে কঠিন আর কী হতে পারে— নিজের ছোট সন্তানকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় দেখা! সামান্য অসুখেও মায়ের হৃদয় ভেঙে যায়।

অসহায় মা চিন্তা করতে লাগলেন, এই ছোট শিশুটি এখন তার প্রতিটি কাজে— ছোট হোক বা বড়— সম্পূর্ণ তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তিনি আশঙ্কা করলেন, এই আকস্মিক রোগ হয়তো তাঁর সন্তানকে শিক্ষালাভ থেকে বিরত রাখবে এবং পৃথিবীকে দেখা ও আবিষ্কারের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবে।

অবশেষে মা সেই মহান দয়াময়ের দরজায় আশ্রয় নিলেন, যিনি তাঁর বান্দাদের থেকে কখনো উদাসীন হন না। তিনি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও মিনতির মধ্যে তাঁর মুক্তি ও শান্তি খুঁজে পেলেন। কারণ ছোট শিশুটি এখন তাঁর সব কাজেই মায়ের ওপর নির্ভরশীল। দাঁড়ালেই হোঁচট খায়, কী করবে তাও বুঝতে পারে না।

ঈমানদার মা অবিরাম আল্লাহর কাছে দোআ করতে থাকলেন। দীর্ঘ সিজদা দিতেন, কাকুতি-মিনতি করতেন। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাঁর দোআ কবুল করবেন। কারণ ভাঙা হৃদয়ের মানুষদের দোআ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। রাতের আঁধার নেমে এলে তিনি ছুটে যেতেন তাঁর প্রভুর দিকে, মিনতি করতেন যেন আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর দুর্বল শিশুকে এ রোগ থেকে মুক্তি দেন।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও মা দোআ থেকে ক্লান্ত হননি। বরং দোআর মধ্যেই আরও দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে, মুক্তি খুব নিকটে। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর হৃদয় প্রশান্তি অনুভব করত।

এক রাতে, যখন ইমাম বুখারীর মা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দোআ করছিলেন, কান্না করছিলেন এবং বারবার মিনতি জানাচ্ছিলেন, তখন ঘুমের এক হালকা তন্দ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন— আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বলছেন:

"তোমার অধিক দোআর কারণে আল্লাহ তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

মুহাম্মাদের মা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সুসংবাদের আনন্দে তাঁর হৃদয় জোরে ধুকপুক করছিল। তিনি ফজরের অপেক্ষায় রইলেন অধীর আগ্রহে, যেন আল্লাহর এ অলৌকিক অনুগ্রহ নিজের চোখে দেখতে পারেন।

আজান হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর দুই সন্তানকে নামাজের জন্য জাগালেন। আর তখনই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল— আল্লাহ সত্যিই মুহাম্মাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন! ছোট্ট মুহাম্মাদ নিজেই গিয়ে ওযু করতে লাগলেন।

এ দৃশ্য দেখে মা সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রুতে সিজদার জায়নামাজ ভিজে গেল। তিনি আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও তাঁর ছোট সন্তানের প্রতি রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করছিলেন, কারণ আল্লাহ তাঁকে নিরাশ করেননি।

এরপর সেই নেককার মহিলা আল্লাহর ঘরে গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইলেন। তিনি তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং ২১০ হিজরিতে হজ সম্পন্ন করলেন।

এরপর মা ও তাঁর ছেলে আহমাদ ফিরে এলেন, কিন্তু মুহাম্মাদ মক্কাতেই থেকে গেলেন, সেখানে জ্ঞান আহরণে নিজেকে নিমগ্ন করার জন্য।

হাফিজ ইবনু হাজার বলেন:

"ইসমাঈল ইন্তিকাল করেন, তখন মুহাম্মাদ ছিলেন ছোট শিশু। এরপর তিনি তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। পরে তিনি তাঁর মা ও বড় ভাই আহমাদের সঙ্গে হজ করেন। আহমাদ তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন। এরপর মুহাম্মাদ মক্কায় অবস্থান করে জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন, আর তাঁর ভাই আহমাদ বুখারায় ফিরে যান এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

গুঞ্জার তাঁর *তারীখ বুখারা* গ্রন্থে এবং লালাকাঈ *শারহুস সুন্নাহ* গ্রন্থে 'আওলিয়াদের কারামাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, ছোটবেলায় মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলের

ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فِيْ صِغَرِهِ فَرَأَتْ وَالِدَتُه الْخَلِيْلَ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْمَنَامِ فَقَالَ لَهَا يَا هَذِه قَدْ رَدَّ اللهُ عَلَى ابْنِكِ بَصَرَه بِكَثْرَةِ دُعَائِكِ قَالَ فَأَصْبَحَ وَقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَه

দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তখন তাঁর মা স্বপ্নে খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন: 'হে নারী! তোমার অধিক দোআর কারণে আল্লাহ তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

সকাল হলে দেখা গেল, আল্লাহ সত্যিই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।” [10]

এরপর থেকে ইমাম মুহাম্মাদ বিভিন্ন স্থানে সফর করতে থাকেন, জ্ঞান অন্বেষণ করেন এবং আলেমদের সাহচর্যে থাকেন। বিশেষত হাদীসশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

ইমাম বুখারীর এ কৃতিত্ব তাঁর মাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছিল। তিনি দেখছিলেন, তাঁর সন্তান জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ক্রমাগত উন্নতি করছে। তাই তিনি মহান আল্লাহর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

وَقَدْ تُوُفِّيَ الإمامُ البخاريُّ مَظْلُوْمًا لَيْلَةَ عِيْدِ الْفِطْرِ فِيْ عَامِ 256 هـ، رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْ أُمِّه الَّتِيْ أَحْسَنَتْ تَرْبِيَتَه.

অবশেষে ইমাম বুখারী ২৫৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের রাতে মজলুম অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর সেই মায়ের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকুন, যিনি তাঁকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছিলেন।

[10] ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হিজরি), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭৭–৪৮৮, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ – বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি; মোট খণ্ড: ১৩।

কে ইমাম বুখারীকে কাফির ফতোয়া দিয়েছিলেন?

ইমাম বুখারীকে কাফির মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁর উস্তাজ, বরং কুতুবে সিত্তার ছয় ইমামসহ অনেক মুহাদ্দিসীনের উস্তাজ ইমাম যুহলী।

কে ছিলেন ইমাম যুহলী?

ইমাম যুহলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন তৃতীয় হিজরি শতকের একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস এবং নিশাপুরের হাদীসশিক্ষার প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদিল্লাহ আয-যুহলী আন-নাইসাবূরী— أبو عبد الله محمد بن يحيى الذُّهْلِي النيسابوري। তিনি আনুমানিক ১৭২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর পরিচয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- হাদীসশাস্ত্রে মর্যাদা: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁকে ثقة مأمون—'নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত'—বলেছেন।
- বিশেষ অবদান: ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরীর হাদীস সংগ্রহ ও সেগুলোর সূক্ষ্ম ত্রুটি বিশ্লেষণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।
- ইমাম বুখারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক: তিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষকদের একজন ছিলেন। পরে নিশাপুরে কুরআন পাঠে মানুষের উচ্চারণ ও কর্ম সৃষ্ট কি না—এই 'মাসআলাতুল লফয' নিয়ে তাঁদের মধ্যে তীব্র বিরোধ হয়। সেই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী নিশাপুর ত্যাগ করেন। বিষয়টি বুঝতে আল্লাহর কালাম কুরআন এবং মানুষের পাঠক্রিয়া—এই দুটির পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। [11]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) থেকে বহু মুহাদ্দিস সরাসরি হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন:

১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী
২. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ
৩. ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী
৪. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী
৫. ইমাম ইবনে মাজাহ
৬. ইমাম আন-নাসাঈ
৭. ইমাম ইবনে খুযাইমা
৮. ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযী

---

[11] ইমাম যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৩–২৮৫, 'আয-যুহলী ও তাঁর পুত্র' শীর্ষক জীবনী।

৯. ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী
১০. ইমাম আবু আওয়ানাহ আল-ইসফারাঈনী
১১. আবুল আব্বাস আস-সাররাজ
১২. আবু হামিদ ইবনুশ শারকী
১৩. মাহমূদ ইবনে গাইলান
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে সাহল ইবনে আসকার
১৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী
১৬. মাক্কী ইবনে আবদান।

অর্থাৎ, কুতুবে সিত্তাহর ছয়জন সংকলকই তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে সরাসরি তাঁর কাছে হাদীস শোনা এবং নিজ নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা পৃথক বিষয়। বিশেষত ইমাম মুসলিম সম্পর্কে যাহাবী লিখেছেন:

وَأَكْثَرَ عَنْهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ فَسَدَ مَا بَيْنَهُمَا، فَامْتَنَعَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ

"মুসলিম তাঁর কাছ থেকে প্রচুর হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে তিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন।" [12]

ইমাম যুহলী থেকে ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে হাদিস বর্ণনা করেছেন

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ বুখারীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর নাম সাধারণত 'মুহাম্মাদ', 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ' অথবা 'মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেষের দুটি ক্ষেত্রে তাঁকে ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নামে পরিচিত করেছেন। ইমাম যাহাবী এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

একটি উদাহরণ: সহীহ বুখারীর ৭৫১১ নম্বর হাদীসের সনদ শুরু হয়েছে—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

"আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমাদের কাছে উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন।"

হাদীসটি সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি সম্পর্কে।

এই সনদের 'মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ' সম্পর্কে আল্লামা আইনী *উমদাতুল কারী*তে ব্যাখ্যা করেছেন: তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে খালিদ আয-যুহলী; এখানে তাঁকে তাঁর প্রপিতামহের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য পরিচয়ের মতও তিনি উল্লেখ করেছেন, তবে যুহলী হওয়াকেই সঠিক বলেছেন।

---

[12] ইমাম যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৫।

ইমাম বুখারী কেন কাফির?

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কুরআন সৃষ্ট কি না—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، وَالِامْتِحَانُ بِدْعَةٌ.

'কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়। বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট। আর এ বিষয়ে কাউকে পরীক্ষা করা বিদআত।' [13]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদয়ুস সারী মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী গ্রন্থে বলেছেন:

ইমাম হাকিম আবু আবদিল্লাহ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:
'ইমাম বুখারী ২৫০ হিজরিতে নিশাপুরে আগমন করেন।'
তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং নিয়মিত হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন।
ইমাম হাকিম বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল-বাযযারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাবিরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলীকে বলতে শুনেছি:

اذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ الْعَالِمِ فَاسْمَعُوا مِنْهُ.

'তোমরা এই সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করো।'
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁর কাছে যেতে শুরু করল এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণে মনোনিবেশ করল। ফলে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার নিজের হাদীসের মজলিসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিল।
এরপর তিনি ইমাম বুখারী সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

নিশাপুরে ইমাম বুখারীর অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা

হাতিম ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ বলেন:
আমি ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি:

13

- ফাতহুল বারী, ভূমিকা; 'ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মধ্যে লফযসংক্রান্ত মাসআলায় সংঘটিত মতবিরোধ এবং এর কারণে ইমাম বুখারীর পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিবরণ' শীর্ষক আলোচনা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯০।
- সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫৪।

‘মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী যখন নিশাপুরে আগমন করেন, তখন নিশাপুরবাসী তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, সেভাবে কোনো শাসক কিংবা আলিমকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি দেখিনি।

তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য লোকেরা শহর থেকে দুই অথবা তিন মনযিল দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।’

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী তাঁর মজলিসে ঘোষণা করেন:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ غَدًا فَلْيَسْتَقْبِلْهُ، فَإِنِّي أَسْتَقْبِلُهُ.

‘যে ব্যক্তি আগামীকাল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়, সে যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। কেননা আমিও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাব।’

অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া এবং নিশাপুরের অধিকাংশ আলিম তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

ইমাম বুখারী শহরে প্রবেশ করে বুখারীদের আবাসস্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এরপর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাদের বললেন:

لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ إِنْ أَجَابَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَقَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَشَمِتَ بِنَا كُلُّ نَاصِبِيٍّ وَرَافِضِيٍّ وَجَهْمِيٍّ وَمُرْجِئٍ بِخُرَاسَانَ.

‘তোমরা তাঁকে কালামশাস্ত্রের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ তিনি যদি আমাদের বিশ্বাসের বিপরীত কোনো উত্তর দেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হবে। আর তখন খুরাসানের প্রত্যেক নাসেবী, রাফেযী, জাহমী ও মুরজিয়া আমাদের দুরবস্থা দেখে আনন্দিত হবে।’

কুরআনের উচ্চারণসংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বিতর্কের সূচনা

বর্ণনাকারী বলেন:

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কাছে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ সমবেত হলো যে, ঘর ও ছাদ পর্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

তাঁর আগমনের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কুরআনের উচ্চারণ বা ‘লফয বিল-কুরআন’ সম্পর্কে প্রশ্ন করল।

তখন ইমাম বুখারী বললেন:

أَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةٌ، وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا.

‘আমাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট। আর আমাদের উচ্চারণসমূহও আমাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত।’

এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো।

কেউ কেউ বলল:

قَالَ :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ.

'তিনি বলেছেন, কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট।'
অন্যরা বলল, 'তিনি এমন কথা বলেননি।'
এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে এতটাই মতবিরোধ সৃষ্টি হলো যে, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকেরা একত্রিত হয়ে তাদের বের করে দিল।

ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদীর বর্ণনা

ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদী বলেছেন:
একদল শায়খ আমাকে জানিয়েছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী যখন নিশাপুরে আগমন করেন এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে সমবেত হতে থাকে, তখন তৎকালীন কতিপয় শায়খ তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন।

তাঁদের একজন হাদীসের ছাত্রদের বললেন:

إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ.

'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বলেন, কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট।'
এরপর যখন ইমাম বুখারীর মজলিস অনুষ্ঠিত হলো, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল:
'হে আবু আবদিল্লাহ! কুরআনের উচ্চারণ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এটি সৃষ্ট, নাকি অসৃষ্ট?'
ইমাম বুখারী তার প্রশ্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি তিনবার প্রশ্ন করলেও ইমাম বুখারী কোনো উত্তর দিলেন না।

কিন্তু লোকটি বারবার প্রশ্ন করতে থাকলে অবশেষে ইমাম বুখারী বললেন:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، وَالِامْتِحَانُ بِدْعَةٌ.

'কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়। বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট। আর এ বিষয়ে কাউকে পরীক্ষা করা বিদআত।'

কিন্তু লোকটি হট্টগোল সৃষ্টি করে বলতে লাগল:

قَدْ قَالَ :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ.

'তিনি তো বলেছেন, কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট!'

বান্দার কর্ম সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে ইমাম বুখারীর বক্তব্য

ইমাম হাকিম বলেছেন:
আবু বকর ইবনে আবিল হাইসাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ফিরাবরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ফিরাবরী বলেন:
আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি:

إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ.

'নিশ্চয়ই বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট।'

অতঃপর তিনি বলেন:

আলী ইবনে আবদিল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মারওয়ান ইবনে মুআবিয়াহ থেকে, তিনি আবু মালিক থেকে, তিনি রিবঈ ইবনে হিরাশ থেকে, তিনি হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

إِنَّ اللهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক কর্মসম্পাদনকারীকে এবং তার কর্মকে সৃষ্টি করেন।'

ইমাম বুখারী আরও বলেছেন:

আমি উবাইদুল্লাহ ইবনে সাঈদ অর্থাৎ আবু কুদামাহ আস-সারাখসীকে বলতে শুনেছি:

مَا زِلْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ :إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ.

'আমি আমাদের সঙ্গীদের সর্বদা বলতে শুনেছি যে, বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট।'

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন:

حَرَكَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُهُمْ وَأَكْسَابُهُمْ وَكِتَابَتُهُمْ مَخْلُوقَةٌ.

'তাদের নড়াচড়া, কণ্ঠস্বর, উপার্জিত কর্ম এবং লেখার কাজ—সবই সৃষ্ট।'

এরপর তিনি বলেন:

فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمُبِينُ الْمُثْبَتُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُوعَى فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

'কিন্তু সুস্পষ্ট কুরআন, যা মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ এবং অন্তরসমূহে সংরক্ষিত, তা আল্লাহর কালাম; সৃষ্ট নয়।'

মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾

'বরং এটি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যা জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে।' — সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত ৪৯।

তিনি আরও বলেন, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ বলেছেন:

أَمَّا الْأَوْعِيَةُ فَمَنْ يَشُكُّ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ؟

'আর ধারণকারী পাত্রসমূহ যে সৃষ্ট, এতে কে সন্দেহ করতে পারে?'

অর্থাৎ কুরআন সংরক্ষণকারী অন্তর, ধারণকারী বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট সৃষ্ট মাধ্যমসমূহ যে সৃষ্ট, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইমাম যুহলীর কঠোর ঘোষণা

আবু হামিদ ইবনুশ শারকী বলেছেন:

আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলীকে বলতে শুনেছি:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ زَعَمَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَمَنْ ذَهَبَ بَعْدَ هَذَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَاتَّهِمُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ.

'কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়।

যে ব্যক্তি দাবি করে, ''কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট'', সে বিদআতী। তার সঙ্গে মজলিসে বসা যাবে না এবং কথাও বলা যাবে না।

এরপরও যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের কাছে যাবে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। কারণ তাঁর মজলিসে কেবল সেই ব্যক্তিই উপস্থিত হয়, যে তাঁর মতাদর্শের অনুসারী।'

ইমাম মুসলিমের প্রতিবাদ ও ইমাম বুখারীর প্রতি সমর্থন

ইমাম হাকিম বলেছেন:

ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মধ্যে কুরআনের উচ্চারণসংক্রান্ত মাসআলায় মতবিরোধ সৃষ্টি হলে অধিকাংশ মানুষ ইমাম বুখারীর সঙ্গ ত্যাগ করে।

তবে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এবং আহমদ ইবনে সালামাহ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তখন ইমাম যুহলী ঘোষণা করেন:

أَلَا مَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَا.

'শুনে রাখো! যে ব্যক্তি লফযসংক্রান্ত ওই মতবাদ পোষণ করে, তার জন্য আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়।'

এই ঘোষণা শুনে ইমাম মুসলিম নিজের চাদরটি পাগড়ির ওপর তুলে নিলেন এবং উপস্থিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এরপর তিনি ইমাম যুহলীর কাছ থেকে লিখে রাখা সমস্ত হাদীস একটি উটের পিঠে বোঝাই করে তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

হাফিয ইবনে হাজার বলেন:

وَقَدْ أَنْصَفَ مُسْلِمٌ فَلَمْ يُحَدِّثْ فِي كِتَابِهِ عَنْ هَذَا، وَلَا عَنْ هَذَا.

'ইমাম মুসলিম ন্যায়সংগত আচরণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই দুজনের কারও কাছ থেকেই হাদীস বর্ণনা করেননি।'

ইমাম বুখারীর আত্মপক্ষ সমর্থন ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ

ইমাম হাকিম আবু আবদিল্লাহ বলেছেন:

আমি মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ইবনে হানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

আমি আহমদ ইবনে সালামাহ আন-নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি:

আমি ইমাম বুখারীর কাছে গিয়ে বললাম:

'হে আবু আবদিল্লাহ! এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী খুরাসানে, বিশেষ করে এই শহরে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।

তিনি এ বিষয়ে এমন একগুঁয়ে অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, আমাদের কারও পক্ষেই তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

এ অবস্থায় আপনার অভিমত কী?'

বর্ণনাকারী বলেন:

তখন ইমাম বুখারী নিজের দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন এবং বললেন:

﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

'আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।' — সূরা গাফির, আয়াত ৪৪।

এরপর তিনি দুআ করলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدِ الْمَقَامَ بِنَيْسَابُورَ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ، وَإِنَّمَا أَبَتْ عَلَيَّ نَفْسِي الرُّجُوعَ إِلَى الْوَطَنِ؛ لِغَلَبَةِ الْمُخَالِفِينَ، وَقَدْ قَصَدَنِي هَذَا الرَّجُلُ حَسَدًا لِمَا آتَانِيَ اللهُ لَا غَيْرَ.

'হে আল্লাহ! আপনি ভালোভাবেই জানেন, আমি অহংকার, আত্মম্ভরিতা কিংবা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে নিশাপুরে অবস্থান করতে চাইনি।

বরং বিরোধীদের প্রাধান্যের কারণে আমার মন স্বদেশে ফিরে যেতে সম্মত হচ্ছিল না।

আর এই ব্যক্তি কেবল আমার প্রতি ঈর্ষাবশতই আমাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। কারণ আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন, সে জন্যই সে আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে। এ ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

এরপর ইমাম বুখারী আমাকে বললেন:

يَا أَحْمَدُ، إِنِّي خَارِجٌ غَدًا لِتَخْلُصُوا مِنْ حَدِيثِهِ لِأَجْلِي.

'হে আহমদ! আমি আগামীকাল এখান থেকে চলে যাব, যাতে আমার কারণে তোমরা তাঁর পক্ষ থেকে সৃষ্ট সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারো।'

ইমাম বুখারীর নিশাপুর ত্যাগ

ইমাম হাকিম হাফিয আবু আবদিল্লাহ ইবনুল আখরামের সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন:

ইমাম বুখারীর কারণে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এবং আহমদ ইবনে সালামাহ যখন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন যুহলী বললেন:

لَا يُسَاكِنُنِي هَذَا الرَّجُلُ فِي الْبَلَدِ.

'এই ব্যক্তি আমার সঙ্গে একই শহরে বসবাস করতে পারবে না।'

ফলে ইমাম বুখারী আশঙ্কাবোধ করলেন এবং নিশাপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদ

গুনজার তারীখে বুখারা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

খালাফ ইবনে মুহাম্মদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

আমি নিশাপুরে আবু আমর আহমদ ইবনে নাসর আন-নিশাপুরী আল-খাফফাফকে বলতে শুনেছি:

একদিন আমরা আবু ইসহাক আল-কুরাশীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযীও ছিলেন।

আলোচনার একপর্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর প্রসঙ্গ উঠল।

তখন মুহাম্মদ ইবনে নাসর বললেন:

আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি:

مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلْتُ :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَذَّابٌ، فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ.

'যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আমি বলেছি, ''কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট'', সে মিথ্যাবাদী। কারণ আমি এমন কথা বলিনি।'

তখন আমি তাঁকে বললাম:

'হে আবু আবদিল্লাহ! মানুষ এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করছে এবং অনেক কথাবার্তা বলছে।'

তিনি বললেন:

لَيْسَ إِلَّا مَا أَقُولُ لَكَ.

'আমি তোমাকে যা বলছি, প্রকৃত বিষয় তা-ই। এর বাইরে আর কিছু নয়।'

আবু আমর বলেন:

এরপর আমি ইমাম বুখারীর কাছে গেলাম এবং কিছু হাদীস নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। এতে তাঁর মন প্রফুল্ল হলো।

তখন আমি তাঁকে বললাম:

'হে আবু আবদিল্লাহ! এখানে কিছু লোক আপনার নামে প্রচার করছে যে, আপনি বলেন, ''কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট।''

তখন তিনি বললেন:

يَا أَبَا عَمْرٍو، احْفَظْ عَنِّي، مَنْ زَعَمَ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، وَسَمَّى غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ بِلَادًا كَثِيرَةً، أَنِّي قُلْتُ : لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَذَّابٌ؛ فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ، إِلَّا أَنِّي قُلْتُ :أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ.

'হে আবু আমর! আমার কাছ থেকে কথাটি ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখো।

নিশাপুরবাসীর মধ্যে কিংবা অন্য যেসব শহরের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, সেসব শহরের কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, আমি বলেছি, ''কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট'', তাহলে সে মিথ্যাবাদী।

কারণ আমি এমন কথা বলিনি।

আমি শুধু বলেছি, ''বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্ট।''

আকীদা সম্পর্কে ইমাম বুখারীর সুস্পষ্ট ঘোষণা

ইমাম হাকিম বলেছেন:

আমি আবুল ওয়ালীদ হাসসান ইবনে মুহাম্মদ আল-ফকীহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি মুহাম্মদ ইবনে নুআইমকে বলতে শুনেছি:

ইমাম বুখারীকে কেন্দ্র করে যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হলো, তখন আমি তাঁকে ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

তিনি বললেন:

قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَأَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، عَلَى هَذَا حَيِيتُ، وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

‘ঈমান হলো কথা ও কর্মের সমন্বয়; তা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।

কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, এরপর উমর, এরপর উসমান এবং এরপর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

এই বিশ্বাসের ওপরই আমি জীবনযাপন করেছি, এই বিশ্বাসের ওপরই মৃত্যুবরণ করব এবং ইনশাআল্লাহ এই বিশ্বাস নিয়েই পুনরুত্থিত হব।’ [14]

ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে তাকফীরের ফতোয়া

আমি বলি:

কোনো এক কারণে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইমাম বুখারী বলেছেন, ‘কুরআন সৃষ্ট।’ ফলে তাঁর শিক্ষক ইমাম যুহলী এমন এক কুফরী আকীদার বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করলেন, যা ইমাম বুখারী আদৌ পোষণ করেননি।

ফতোয়ার মূল পাঠ

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَخَرَجَ عَنِ الْإِيمَانِ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَجُعِلَ مَالُهُ فَيْئًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِهِمْ.

‘যে ব্যক্তি দাবি করে যে, কুরআন সৃষ্ট, সে কুফরী করেছে এবং ঈমান থেকে বেরিয়ে গেছে। তার স্ত্রী তার বৈবাহিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে, তবে ভালো। অন্যথায় তার শিরশ্ছেদ করা হবে।

তার সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ফাই বা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদ হিসেবে বণ্টন করা হবে।

---

[14] আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি.), هَدْيُ السَّارِي مُقَدِّمَةُ فَتْحِ الْبَارِي — হাদয়ুস সারী মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, পৃষ্ঠা ৪৯০–৪৯১।

গ্রন্থটি প্রকাশনা ও প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব (মৃ. ১৩৮৯ হি.)।

প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মিসর। প্রথম সালাফী সংস্করণ, ১৩৮০ হিজরি। মোট পৃষ্ঠা: ৪৯৩।

আর তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না।'

وَمَنْ وَقَفَ فَقَالَ :لَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ، وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَدْ ضَاهَى الْكُفْرَ.

'আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে বলে, ''আমি কুরআনকে সৃষ্টও বলি না, অসৃষ্টও বলি না'', সে কুফরীর সদৃশ অবস্থান গ্রহণ করেছে।'

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَهَذَا مُبْتَدِعٌ، لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ.

'আর যে ব্যক্তি দাবি করে, ''কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট'', সে বিদআতী। তার সঙ্গে মজলিসে বসা যাবে না এবং কথাও বলা যাবে না।'

وَمَنْ ذَهَبَ بَعْدَ هَذَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ فَاتَّهِمُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَذْهَبِهِ.

'এরপরও যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কাছে যাবে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। কারণ তাঁর মজলিসে কেবল সেই ব্যক্তিই উপস্থিত হয়, যে তাঁর অনুরূপ মতাদর্শের অনুসারী।' [15]

প্রকৃত ঘটনা ও লেখকের মন্তব্য

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইমাম বুখারী কখনো বলেননি, 'কুরআন সৃষ্ট।'
তিনি এ কথাও বলেননি, 'কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট।'
অথচ তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হলো!

فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

ইমাম বুখারীর নিজের বক্তব্য

قَالَ الْبُخَارِيُّ :مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلْتُ :لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَذَّابٌ، فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ.

ইমাম বুখারী বলেছেন:

15

1. ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ— সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।
2. ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), تَارِيخُ الْإِسْلَامِ— তারীখুল ইসলাম, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ১৮৯।
3. ইবনে আসাকির, تَارِيخُ دِمَشْقَ— তারীখে দিমাশক, 'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আবু আবদিল্লাহ আল-জুফী আল-বুখারী' শীর্ষক জীবনী, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ৯৪।
4. আল-খতীব আল-বাগদাদী, تَارِيخُ بَغْدَادَ— তারীখে বাগদাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৪, জীবনী নং ৩৭৪; নিশাপুরে ইমাম বুখারী ও মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলীর ঘটনার বিবরণ। দারুল গারবিল ইসলামী।
5. মূল গ্রন্থকার ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ (মৃ. ৭৫১ হি.), مُخْتَصَرُ الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّلَةِ— মুখতাসারুস সাওয়াইকিল মুরসালাহ আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়াল মুআত্তিলাহ, পৃষ্ঠা ৫১১।
6. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে খালফূন (মৃ. ৬৩৬ হি.), الْمُعْلِمُ بِشُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ— আল-মুআল্লিমু বি-শুয়ূখিল বুখারী ওয়া মুসলিম, পৃষ্ঠা ২২।

‘যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আমি বলেছি, ‘‘কুরআন উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট’’, সে মিথ্যাবাদী। কারণ আমি এমন কথা বলিনি।’ [16]

তিনি আরও বলেছেন:

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ :مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

‘কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়। আর যে ব্যক্তি বলে, ‘‘কুরআন সৃষ্ট’’, সে কাফির।’ [17]

[16] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫৭।

[17] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

أَنَا لَا أُذِلُّ الْعِلْمَ وَلَا أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ

আমি ইলমকে অপমানিত করি না এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাই না

ইমাম খতীব বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি [18] নিজ সনদে [19] বর্ণনা করেছেন:

বুখারার গভর্নর আমীর খালিদ ইবনে আহমদ আয-যুহলী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে এই বার্তা দিলেন:

أَنِ احْمِلْ إِلَيَّ كِتَابَ الْجَامِعِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهِمَا لِأَسْمَعَ مِنْكَ.

'আপনি আপনার আল-জামি, আত-তারীখ এবং অন্যান্য গ্রন্থ আমার কাছে নিয়ে আসুন, যাতে আমি আপনার কাছ থেকে সেগুলো শ্রবণ করতে পারি।'

তখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী দূতকে বললেন:

أَنَا لَا أُذِلُّ الْعِلْمَ وَلَا أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَاجَةٌ فَاحْضُرْنِي فِي مَسْجِدِي أَوْ فِي دَارِي، وَإِنْ لَمْ يُعْجِبْكَ هَذَا فَأَنْتَ سُلْطَانٌ فَامْنَعْنِي مِنَ الْمَجْلِسِ لِيَكُونَ لِيَ عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنِّي لَا أَكْتُمُ الْعِلْمَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ :مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

'আমি ইলমকে অপমানিত করি না এবং তা মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাই না।

আপনার যদি আমার ইলমের কোনো অংশের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি আমার মসজিদে অথবা আমার বাড়িতে উপস্থিত হোন।

আর এ ব্যবস্থা যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে আপনি তো শাসক। আপনি চাইলে আমাকে হাদীসের মজলিস পরিচালনা করা থেকে বিরত রাখতে পারেন।

তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে আমার ওজর পেশ করার সুযোগ থাকবে। কারণ আমি ইলম গোপন করি না।

কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

''যে ব্যক্তিকে কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, অথচ সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।'''

বর্ণনাকারী বলেন:

---

[18] আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.)।

[19] ইমাম খতীব বাগদাদীর বর্ণনাসনদ:

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْقَرُ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظُ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئَ، يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَكْرَ بْنَ مُنِيرِ بْنِ خُلَيْدِ بْنِ عَسْكَرٍ، يَقُولُ :بَعَثَ الْأَمِيرُ خَالِدُ...

হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-আশকার আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু আমর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-মুকরীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ বকর ইবনে মুনীর ইবনে খুলায়দ ইবনে আসকারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমীর খালিদ দূত পাঠালেন...।'

এ ঘটনাই ইমাম বুখারী ও আমীর খালিদ ইবনে আহমদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ও মনোমালিন্যের কারণ হয়েছিল। [20]

إِنِّي خَارِجٌ غَدًا

আমি আগামীকাল চলে যাচ্ছি

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে বললেন:

﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

'আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।' — সূরা গাফির, আয়াত ৪৪।

এরপর তিনি দুআ করলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُرِدِ الْمُقَامَ بِنَيْسَابُورَ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا، وَلَا طَلَبًا لِلرِّئَاسَةِ، وَإِنَّمَا أَبَتْ عَلَيَّ نَفْسِي فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِي لِغَلَبَةِ الْمُخَالِفِينَ، وَقَدْ قَصَدَنِي هَذَا الرَّجُلُ حَسَدًا لِمَا آتَانِيَ اللَّهُ لَا غَيْرَ.

'হে আল্লাহ! আপনি ভালোভাবেই জানেন, আমি অহংকার, আত্মম্ভরিতা কিংবা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে নিশাপুরে অবস্থান করতে চাইনি।

বরং বিরোধীদের প্রাধান্যের কারণে আমার মন স্বদেশে ফিরে যেতে সম্মত হচ্ছিল না।

আর এই ব্যক্তি কেবল আমার প্রতি ঈর্ষাবশতই আমাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। কারণ আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন, সে জন্যই সে আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে। এ ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

এরপর ইমাম বুখারী আমাকে বললেন:

يَا أَحْمَدُ، إِنِّي خَارِجٌ غَدًا لِتَتَخَلَّصُوا مِنْ حَدِيثِهِ لِأَجْلِي.

'হে আহমদ! আমি আগামীকাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি, যাতে আমার কারণে তোমাদের তাঁর কথাবার্তা ও সৃষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।'

বর্ণনাকারী বলেন:

فَأَخْبَرْتُ جَمَاعَةَ أَصْحَابِنَا، فَوَاللَّهِ مَا شَيَّعَهُ غَيْرِي.

'এরপর আমি আমাদের একদল সঙ্গীকে বিষয়টি জানালাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে বিদায় জানাতে যায়নি।' [21]

إِنَّ فُلَانًا يُكَفِّرُكَ

অমুক ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলছে!

মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম বলেছেন:

এক ব্যক্তি ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এসে বলল:

---

[20] তারীখে বাগদাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৫, জীবনী নং ৩৭৪। 'ইমাম বুখারী বুখারায় প্রত্যাবর্তনের পর আমীর খালিদ ইবনে আহমদের সঙ্গে তাঁর ঘটনা' শীর্ষক আলোচনা। প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামী।

[21] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫৯।

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُكَفِّرُكَ!

‘হে আবু আবদিল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলছে!’
তখন ইমাম বুখারী বললেন:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ :يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

‘রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:
‘‘যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, ‘হে কাফির!’ তখন এ কথার দায় তাদের দুজনের একজনের ওপর বর্তায়।’’’
ইমাম বুখারীর অনেক সঙ্গী তাঁকে বলতেন:

إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقَعُ فِيكَ.

‘কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে এবং আপনার নিন্দা করছে।’
তখন তিনি বলতেন:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

‘নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল।’ — সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৬।
তিনি আরও এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন:

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾

‘আর মন্দ ষড়যন্ত্র তার ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিবেষ্টন করে।’ — সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩।

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বদদুআ না করার কারণ

আবদুল মাজীদ ইবনে ইবরাহীম ইমাম বুখারীকে বললেন:

كَيْفَ لَا تَدْعُو اللَّهَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَظْلِمُونَكَ وَيَتَنَاوَلُونَكَ وَيَبْهَتُونَكَ؟

‘যারা আপনার প্রতি জুলুম করছে, আপনার বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে এবং আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে, আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদদুআ করছেন না?’
তখন ইমাম বুখারী বললেন:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

‘রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:
‘‘তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতক্ষণ না হাউযের কাছে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়।’’’
তিনি আরও বলেছেন:

وَقَالَ ﷺ :مَنْ دَعَا عَلَى ظَالِمِهِ، فَقَدِ انْتَصَرَ.

‘রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:
‘‘যে ব্যক্তি তার ওপর জুলুমকারীর বিরুদ্ধে বদদুআ করে, সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করল।’’’
অতঃপর ইমাম বুখারী সমরকন্দের উদ্দেশে যাত্রা করেন। [22]

[22] সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৬১।